৪৯

10

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসাবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যে ভাষণ দেন তাতে তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন ইসলামের মহান মূল্যবোধের আলোকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবদান রাখতে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষার কথা ভাবা যায় না। প্রধানমন্ত্রী আধুনিক শিক্ষার মূল সূত্রটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। শিক্ষা মানুষকে গড়ে। একটা মানুষের মননশক্তি চিন্তা ও জীবনাচরণ তার শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু শুধু তার জীবনই নয় তার জীবিকা, তার সামাজিক অবস্থান এবং অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের ধরনও নির্ধারিত হয় শিক্ষার নিরিখে। এইভাবে ব্যক্তি মানুষকে অতিক্রম করে শিক্ষা একটা সমাজের চরিত্র প্রভাবিত করে। শিক্ষা যেমন ব্যক্তি মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে তেমনি সমাজেরও। শিক্ষাবঞ্চিত সমাজ কুসংস্কারকবলিত। এরকম সমাজ অনুন্নত, পশ্চাৎপদ। কিন্তু আধুনিক পৃথিবী উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে শিক্ষাকে বাহন করে। কোন শিক্ষা? বিশেষভাবে বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা। ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন—এসব শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সব শিক্ষারই ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু একটা আধুনিক মানুষের শিক্ষার ভিত হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। সত্যকে সত্য বলে চিনতে শেখায় বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শিক্ষা মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায়। বিজ্ঞান শিক্ষার বলে মানুষ তার নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে প্রথম আবিষ্কার করে। তারপর সে নিত্য নতুন উদ্ভাবনে পৃথিবীর রূপ বদলে দিতে পারে। আজকের যে উন্নত পৃথিবী, তা বিজ্ঞানেরই অবদান। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি আজকের পৃথিবী থেকে দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। জেটযুগে ইউরোপ আমেরিকা বা দূরপ্রাচ্যে পৌঁছে যাওয়া যেমন কোন সমস্যা নয় তেমনি ঘরে বসে সিএনএন বা বিবিসি'র মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন জায়গার খবর সংগ্রহ করাও কঠিন কাজ নয়।

আধুনিক পৃথিবীর উন্নয়নের ধারায় সহযাত্রী হতে চাইলে আমাদের অবশ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা অবশ্যই কোন ব্যতিক্রম নয়। হবার প্রশ্নই ওঠে না। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ধারা এক সূত্রে গাঁথা হবে, এটাই প্রত্যাশিত। ইসলামী মূল্যবোধের ধারার সঙ্গে বিজ্ঞানকে সংশ্লিষ্ট করার দায়িত্ব পালন করতে পারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসলামের মহান মূল্যবোধের অনুপ্রেরণায় শক্ত সমর্থ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বিশেষ আদর্শ রক্ষার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরা উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। যে শিক্ষা জীবনকে উন্নত করে, সমৃদ্ধ করে, সেই শিক্ষাই সমাদৃত এখন। এ জন্যই উৎপাদনমুখী শিক্ষা চাই। বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাই মানুষের উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার স্বীকৃতি আছে। বিজ্ঞানপ্রীতিও প্রসার লাভ করছে। তবে সমগ্র পরিস্থিতি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পরিপূর্ণ অনুকূল, এ দাবী আমরা করতে পারব না। দর্শন বা সাহিত্য চর্চার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চার সামান্য পার্থক্য আছে। একজন বিদ্যানুরাগী মানুষ ঘরে বসে সাহিত্য বা দর্শন চর্চা করতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কিছু সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে হাতে কলমে শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পায়। কিছুদিন আগে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ধারাবাহিক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার অবস্থা ভাল নয়। স্কুল কলেজে শিক্ষকের অভাব আছে। ল্যাবরেটরীর অভাব আছে। যে বিষয়টা হাতে কলমে শেখার কথা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তা বই মুখস্ত করে শেখে। বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে এ ব্যবস্থা যথার্থ নয়। দেশের উন্নয়নধর্মী শিক্ষার প্রত্যাশা এভাবে পূরণ হবে না। বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত দৃঢ় করার উদ্যোগ নিতে হবে। সেই লক্ষ্যে শিক্ষার পরিবেশ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনুকূল করে তোলার আয়োজনে মনোযোগী হতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম থেকে শুরু করে শিক্ষকের অভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য সীমিত, এ কথা আমরা জানি। তবু উন্নয়নকে গুরুত্ব দিলে বিজ্ঞান শিক্ষাকেও দিতে হবে। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজনও সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলবে। আমরা জানি, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শিক্ষার ভিত তৈরি করতে পারে। আমরা তাই আশাবাদী।